আরটি ফিল্মসের

জীবন কাহিনী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: রাজেন তরফদার

আরটী ফিল্মসের নিবেদন

জীবন কাহিনী

প্রযোজনা ঃ রথীন তরফদার

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ রাজেন তরফদার

কাহিনী ঃ শক্তিপদ রাজগুরু

সুর-সৃষ্টি ঃ— প্রবীর মজুমদার

গীত-রচনা ঃ— পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ পরিচালনা ঃ অনিল গুপ্ত

চিত্রগ্রহণ	ঃ জ্যোতি লাহা	সম্পাদনা	ঃ তরুণ দত্ত
রূপসজ্জা	ঃ শৈলেন গাঙ্গুলী	ব্যবস্থাপনা	ঃ নারায়ণ মিত্র ও শৈলেন দাস
শব্দগ্রহণ	ঃ সুনীল ঘোষ	শিল্প নির্দ্দেশনা	ঃ রবি চ্যাটার্জ্জী
দৃশ্যপট	ঃ চ্যাটার্জ্জী ও কয়াল	স্থির চিত্র	ঃ ক্যাপ্‌স
শব্দ-পুনঃ গ্রহণ	ঃ সত্যেন চ্যাটার্জ্জী	পরিচয় লিপন	ঃ নারায়ণ দেবনাথ
আলোক সম্পাত	ঃ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী	প্রচার	ঃ ধীরেন মল্লিক

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

শ্রীমতী চম্পাকুমারী সিংহী

—ঃ সহকারী গণ ঃ—

পরিচালনা ঃ অশোক দাস, সত্য চ্যাটার্জ্জী, তাপস ব্যানার্জ্জী ও অসীম চক্রবর্ত্তী

ব্যবস্থাপনায়	ঃ রমেশ অধিকারী	চিত্রগ্রহণ	ঃ বৃন্দাবন
সাজসজ্জা	ঃ ফরহাদ	শব্দগ্রহণ	ঃ হরেকৃষ্ণ মহান্তি
সম্পাদনা	ঃ প্রসান্ত দে ঃ রথীন সাহা	রূপসজ্জা	ঃ গৌর দাস

—ঃ নেপথ্য কণ্ঠে ঃ—

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও আরতি মুখোপাধ্যায়

—ঃ রূপায়ণে ঃ—

** বিকাশ রায় * সন্ধ্যা রায় * অনুপ কুমার **

জহর গাঙ্গুলী ॥ রেণুকা রায় ॥ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ তরুণ কুমার ॥
অরুণ রায় ॥ সীতা দেবী ॥ অবর্ণা চ্যাটার্জ্জী ॥ কেষ্ট দাস ॥ বিভূতি ॥ বুবু গাঙ্গুলী ॥ অরবিন্দ
ননী মজুমদার ॥ শশাঙ্ক সোম ॥ বংশী ॥ রূপায়ণ ॥ ভানু ॥ অনিল গুহ ॥ সতু ॥ নিরঞ্জন ॥
মন্মথ মুখার্জ্জী ও ল্যাসি (কুকুর)

রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
বেঙ্গল ফিল্মস্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

বিশ্ব-পরিবেশনায় ঃ **জি, আর, পিকচার্স** কলিকাতা-১

কাহিনী সার

জীবন বাঁচার জন্য— মরার জন্য নয়। শত দুঃখ কষ্টে— শত উত্থান পতনে মানুষের একমাত্র কামনা তাকে বাঁচতে হবে। কিন্তু ঐ বাঁচতে চাইলেই কি বাঁচা যায়? বাঁচতে গিয়ে মানুষকে নানান সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। যার মনে জোর আছে লড়াইয়ে সে হার স্বীকার করতে চায়না সে চায় বাঁচতে—বাঁচার মত বাঁচতে। শুধু নামের দোহাই দিয়ে বাঁচতে পারেনা।

এই যেমন নবজীবন চক্রবর্ত্তী। বাপ মা তাঁর নাম রেখেছিলেন নবজীবন। কিন্তু নবজীবন বাবু শত লড়াই করেও বাঁচতে পারছেন না। তাই মাঝে মাঝে স্থির করেন-মরবেন। কিন্তু পৃথিবীকে তিনি ভাল বেসেছেন অর্থাৎ মরবো বলেন কিন্তু মরতে পারেন না। বোধ হয় মরণেও

তাঁর ভয় আছে। তাই কুকুর তাড়া করলে আপ্রাণ ছোটেন কুকুরের কামড় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। দুবেলা পেটে একটা দানা না পড়লেও কলের জল খেয়ে বাঁচতে চান। টাকা না থাকলে কাবুলী ওয়ালার কাছে ধার করেন টাকা। উদ্দেশ্য ঐ একই বাঁচতে চান বলে। বাঁচার তাগিদে ঘরে চাল না থাকলে মেয়ে শ্যামলীকে বলেন পাশের বাড়ী থেকে ধার করে আনতে। মেয়ের লজ্জা আছে কিন্তু নবজীবন বাবু

বাঁচার জন্যই ধার করতে বলেন মেয়েকে। আজ নবজীবন বাবু বেঁচে আছেন নিজের জীবনের আস্থা ছেড়ে। অপরের জীবনের মূল্যায়নে। আর অমর ? বয়সে তরুণ। বাঁচার তার সুযোগ সুবিধা প্রচুর। তবু সে চায় মরতে। দৈব এক ঘটনা চক্রে নবজীবন বাবুর সঙ্গে মিলিয়ে দেন অমরকে। দু'জনার পথ এক, মত ভিন্ন। অভাব, নবজীবন বাবুরও অমরেরও। নবজীবন বাবু চান বাঁচতে সত্যিকারের বাঁচতে আর অমর চায় মরতে। তাই মৃত্যুর মুখ থেকে নবজীবন বাবু অমরকে ফিরিয়ে আনলেন এইসর্ত্তে "মরবেই যখন তখন আমাকে বাঁচিয়ে মর। দ্যাখ বাবা, এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে, আর তুমি যখন মরবেই স্থির করেছ তখন একটি লোকের বাঁচার কারণে মর"। তিনি নিজেকে দেখিয়ে বলেন "এই লোকটাকে বাঁচাতে পারবে না" ? নবজীবন বাবুর ছোট সংসার তিনি আর তাঁর মেয়ে শ্যামলীকে নিয়ে। শ্যামলী বাবার দুঃখ বোঝে, বাবার অভাব বোঝে, শত অবজ্ঞা, ঘৃণা, মাথায় নিয়েও পাওনাদারদের রোজ একই কথা বলে যায়। বিবেক তাকে আঘাত করে। কিন্তু নিরুপায়। অমর এল এদের সংসারে। তিনটি চরিত্র তিনটি বিভিন্ন মুখী। অভাব তিন জনেরই সমান। অমরকে মরতে হবে নবজীবন বাবুর বাঁচার জন্য। তাই অমর ভাবে সহজ সরল পথে কি করে মরা যায়। নবজীবন বাবু বাঁচতে পারেন একটি মাত্র সর্ত্তে যদি অমর মরে। তাই অমরের মরার পথ গুলি তিনি বেছে দেন। আর শ্যামলী ? এতদিন যার জীবনে বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছিল আজ যেন সে বাঁচার স্বাদ পেয়েছে। কিন্তু এরা কি কেউ বাঁচবে ? নবজীবন অমর আর শ্যামলী ? এই পৃথিবীতে এদের কি সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে ?

সামনের রূপালী পর্দা এই প্রশ্নের জবাব দেবে।

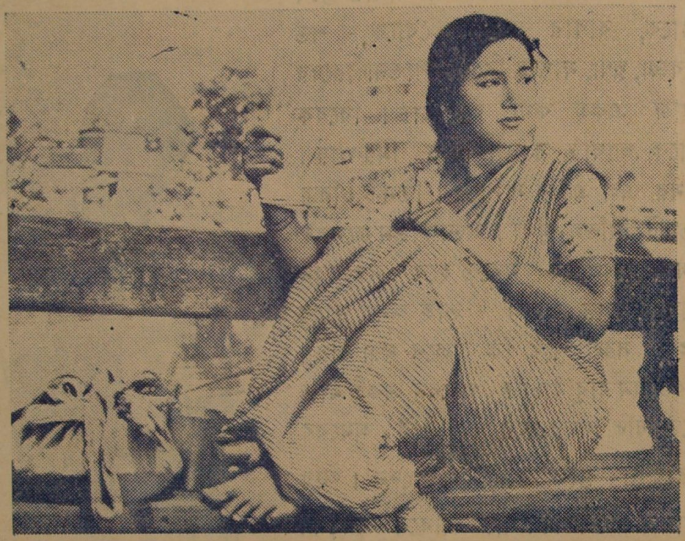

* সংগীত *

(১)

প্রাণে মোর সূর্য্যউঠার রং লেগেছে
সূর্য্যমুখী মন মেলেছে দুনয়ন
আমার এই হৃদয়ের শূন্য খাঁচায়
হঠাৎ কোন কোকিলের ডাক শোনা যায়,
কুহু, কুহু, কুহু।
কেন যে আজ মুঞ্জরে অন্তরে
শুক্‌নো সে আশালতা সঞ্চারিণী
জেগেছে আজ বন্দিনী নির্ঝরিণী,
মনে যে হয় বাঁচি, আমি বাঁচি,
আবার এক নতুন সম্ভাবনায়।
সহসা আজ দেয় সাড়া ঘরছাড়া
হারানোসুর এতদিনে পেয়েছে কথা,
মনে যে হয় আছি আমি আছি
জেগেছি সেই নতুন সম্ভাবনায়॥

আমি তোমার মাঝে পেলাম খুঁজে
বাঁচার এ নিশানা,
তোমার আলোয় চোখ রেখেছি
প্রাণের অভিধানে।
আমি নতুন চোখে পড়ে নিলাম
এই জীবনের মানে॥
আমি ঝরে মুখে
শপথ পেয়ে সর্ব্বনাশের,
নতুন পাতা উল্‌টে গেলাম ইতিহাসের,
আমি নতুন আকাশ খুঁজে পেলাম
সূর্য্যের সন্ধানে॥
ভালবাসার স্রোতে কখন
মিটলো পরমতৃষা,
পথ হারানো মনকে দিলাম
পথে চলার দিশা,।
আমি অবিশ্বাসী এই পৃথিবীর
বুকের মাঝে,
শুনতে পেলাম অঙ্গীকারের
কী সুর বাজে।
আমি পৌঁছে দিলাম বাঁচার খবর
বিস্মিত মোরপ্রাণে॥

—:**(:)**:—

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

সাজ ও আওয়াজের
নিবেদন
রবীন্দ্রনাথের

শুভা

ও

দেবতার গ্রাস

পরিচালনা ঃ পার্থপ্রতীম চৌধুরী
সুর ঃ ভি, বালসারা
রূপায়ণে ঃ
শর্ম্মিলা ॥ অনুভা ॥
লিলি ॥ রুমা ॥ বিকাশ ॥ কালী ॥

*

সুলতা পিকচার্সের
নিবেদন—

জননী

প্রযোজনা ঃ দেবব্রত দত্ত
কাহিনী ঃ বিশ্বনাথ রায়
পরিচালনা ঃ পার্থপ্রতীম চৌধুরী
রূপায়ণে ঃ
শ্রেষ্ঠ শিল্পী গোষ্ঠী

*

একমাত্র পরিবেশক ঃ—

জি, আর, পিকচার্স

কলিকাতা-১৩

জি, আর, পিকচার্সের পক্ষ হইতে ধীরেন মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং নিউ ন্যাশনাল প্রেস, কলি-১০ হইতে মুদ্রিত।